ছায়াছবি প্রতিষ্ঠানের

সূর্যশিখা

চণ্ডীমাতা ফিল্মস পরিবেশিত

ছায়াছবি প্রতিষ্ঠানের নিবেদন

কাহিনী · চিত্রনাট্য

প্রয়োজনা
পরিচালনা
সলিল দত্ত

সূর্য্যশিখা

সুরশিল্পী
রবীন চ্যাটার্জি

চিত্রনাট্য-তত্ত্বাবধানে ॥ বিনয় চট্টোপাধ্যায় · গীতরচনা ॥ ৺শৈলেন রায় · চিত্রশিল্পে · বিজয় ঘোষ · শব্দগ্রহণ ও পুনর্যোজনে · সত্যেন চট্টোপাধ্যায় · সম্পাদনায় · বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় · কণ্ঠসঙ্গীতে · হেমন্ত মুখোপাধ্যায় · সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

চরিত্রাভিনয়ে

উত্তম কুমার · সুপ্রিয়া চৌধুরী · ছবি বিশ্বাস · অসিত বরণ · গঙ্গাপদ বসু
উৎপল দত্ত · তরুণ কুমার · শৈলেন মুখোপাধ্যায় · জহর রায় · শিশির বটব্যাল
ধীরাজ দাস · পারিজাত বসু · পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য · অশোক মুখার্জ্জী
দেব নারায়ণ · মাঃ রণবীর · শোভা সেন · আরতি দাস · সবিতা সিন্‌হা
প্রভৃতি

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনা ॥ অজিত গাঙ্গুলী, বিজন চক্রবর্ত্তী, হরিদাস শেঠ · চিত্রগ্রহণে ॥ পঙ্কজ দাস, সুখেন্দু দাস
শব্দগ্রহণে ॥ সৌম্যেন চ্যাটার্জ্জী · শিল্প নির্দ্দেশনায় ॥ পোপী সেন, শশাঙ্ক সান্যাল · সম্পাদনায় ॥ রমেন ঘোষ
দৃশ্য-সজ্জায় ॥ সুবোধ দাস · রূপসজ্জায় ॥ জামালউদ্দীন, সরোজ মুন্সী · আলোকসম্পাতে ॥ প্রভাস ভট্টাচার্য্য, ভবরঞ্জন দাস, অনিল পাল, সুভাষ ঘোষ · ব্যবস্থাপনায় ॥ শিবাজী দাস, সুশীল দাস, নিমাই রায়
প্রধান কর্ম্মসচিব ॥ সমর ঘোষ · ব্যবস্থাপনা ॥ প্রণব বসু · পটশিল্পে ॥ কবি দাসগুপ্ত · রূপসজ্জা ॥ বসীর আমেদ · স্থিরচিত্র ॥ এডনা লরেঞ্জ · টেক্‌নিসিয়ান্স ষ্টুডিও-এ গৃহীত। ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটারীজে
আর. বি. মেহতা কর্তৃক পরিস্ফুটিত
উপদেষ্টা ॥ ডাঃ রমেন চ্যাটার্জ্জী, ডাঃ বাসুদেব সাহু, ডাঃ রণেন রায়, এম, এস, ডাঃ নির্মাল্য ব্যানার্জ্জী, ডাঃ সমীর ব্যানার্জ্জী, ডাঃ শুভেন্দু মুখার্জ্জী, সিষ্টার অমিয়া চৌধুরী।
প্রচার সচিব ॥ ফণীন্দ্র পাল · প্রচার শিল্পী ॥ পূর্ণজ্যোতি
কৃতজ্ঞতা স্বীকার ॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বাস্থ্য-বিভাগ, সেনট্রাল কোল মাইনস্ ওয়েলফেয়ার বোর্ড, কে-এল-এম এয়ার ওয়েজ, হস্‌পিট্যাল এ্যাপ্লায়েন্সেস, এস-এস কারনানী হাসপাতালের কর্ম্মীবৃন্দ, কে. কে. চ্যাটার্জ্জী, শৈললাল মনিলাল, গুলু মুখার্জ্জী।

কিরণ প্রিন্টার্স, হাওড়া হইতে মুদ্রিত
পরিবেশক—**চণ্ডীমাতা ফিল্মস প্রাইভেট লিঃ।**

সংগঠনে

ডাক্তার দীপ্ত রায়, বিখ্যাত সার্জন, ক্যান্সার অপারেশনের নতুন এক পথ দর্শিয়ে আজ পাঁচবছর বাদে নিজের দেশেই ফিরে এলেন। ফিরে এলেন তাঁর নিজের হাতে-গড়া রূপনগর হাসপাতালে। কারণ ডাঃ রায় জানেন তাঁর জীবনের সত্যকে।

রূপনগরে ফিরেই ডাঃ রায় সদ্য আগত এক তরুণ ডাক্তারের মধ্যে আবিষ্কার করেন এক বিরাট সম্ভাবনাকে। একটি কঠিন অপারেশনের কাজে তার অদ্ভুত হাত দেখে অভিনন্দন জানিয়ে তার সঙ্গে পরিচয় করতে এগিয়ে যান ডাঃ রায়। কিন্তু তরুণ ডাক্তারটি তাঁকে সে সময় দিতে পারে না, ধন্যবাদ জানিয়ে চলে যায় তার এক বান্ধবীর সঙ্গে। চিন্তিত হয়ে পড়েন ডাঃ রায়, অনেক আশা করেছিলেন তিনি মুহূর্ত্তের মধ্যেই। উচ্চশিক্ষিত করে তুলে পঙ্কজকেই তিনি এই হাসপাতালে নিজের স্থান পূরণ করার কথা ভেবেছিলেন। উত্তেজিত ভাবে নিজের ঘরে পায়চারী করতে থাকেন ডাঃ রায়। পঙ্কজকে

ডেকে পাঠান। নিজের পরিচয় দিয়ে সরাসরি ডাঃ রায় প্রশ্ন করে বসেন—

'ঐ মেয়েটি কে? ওর সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক?'

উত্তর দিতে পারে না তরুণ ডাক্তার পঙ্কজ। জবাবটা ডাঃ রায় নিজেই দিয়ে দেন—'Romance! কোনটা বড় তোমার ডাক্তারী না ঐ মেয়েটি?'

এবার দৃপ্ত ভঙ্গিতে পঙ্কজ জবাব দেয়—'আমার কাছে দুটোই বড়।'

'হয় না।'

আর কেন হয় না, নিজের অতীত

কাহিনী

দিয়েই তাই বোঝাতে চাইলেন ডাঃ রায়। ... ...

আদর্শ ডাক্তার হওয়াটাই শুধু জীবনের একটিমাত্র স্বপ্ন ছিল তাঁর। তাই সকল বাধাবন্ধনহীন দীপ্ত বিলেত থেকে এফ, আর, সি, এস্, হয়ে ফিরে এসেই নিজের সমস্ত শক্তিকে নিঃশেষ করতে চেয়েছিল তাদেরই জন্যে, যারা আধুনিক যুগের সকল সুযোগ সুবিধার বাইরে আছে পড়ে, যারা অবজ্ঞাত, অবহেলিত।

জমিদার শিবদাস ধরের বাবার তৈরী করা এক হাসপাতালে সামান্য মাইনের এক চাকরী নিয়েই সে রূপনগরে আসে। নামে হাসপাতাল আসলে এক দাতব্য চিকিৎসালয়। ব্যবস্থার নামে শুধুই অব্যবস্থা। সুযোগ্য লোকের সত্যিই অভাব। এমন অখ্যাত জায়গা, যে কোন ভাল ডাক্তার আসতেই চায় না।

একটি মরণাপন্ন রোগীকে সেই অখ্যাত জায়গায় যখন অপারেশন করে বাঁচিয়ে তুলতে দীপ্ত দৃঢ়সঙ্কল্প, তখন সম্পূর্ণ অপরিচিতার মতই অজ্ঞাত এক অন্ধকার থেকে অচেনা এসে দাঁড়াল তারই পাশে সুযোগ্য এক অপারেশন-রুম নার্স হয়ে।

শিবদাস ধর কিন্তু চোখে দেখে যেতে পারেন না, কেমন করে শহরের অনেক হাসপাতালকেই লজ্জা দিয়ে অতি আধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে নতুন রূপনগর হাসপাতাল গড়ে উঠলো, দীপ্ত অচেনার সঁইজ মেলামেশাটা সকলের চোখে ঠিক সহজ লাগে না। তাদের এই নোংরা আলোচনার জন্যে অচেনাকে তো হারাতে পারে না দীপ্ত—এ হাসপাতালের যে তাকে সত্যই প্রয়োজন। সকলের চোখগুলোতে সহজ দৃষ্টি যোগাবার জন্যেই অচেনার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করে দীপ্ত। অশ্রুভরা জীবনের এক অদ্ভুত ইতিহাসের পাতা মেলে ধরে অচেনা—সে এক পথের মেয়ে, তার কেউ নেই, কোন পরিচয়ই নেই তার। কিন্তু যার হাতের স্পর্শে মানুষ প্রাণ ফিরে পায়, দীপ্তের কাছে তার আর কোন পরিচয়ের দরকার হয় না।

সহকর্ম্মিণী হয় সহধর্ম্মিণী।

যা ছিল অভাবনীয়, তারই স্বাদ পায় অচেনা। পায় একটা ছোট্ট ঘর, সংসার স্বামী—সহধর্ম্ম ভুলে গিয়ে গৃহিণী সেজে বসে। কিন্তু স্বামীকে পুরোপুরি ভাবে সে যেন পায় না, কোথায় যেন একটা অভাব থেকে যায়। শুধু যা পেয়েছে, হারাবার ভয়ে তাকেই যেন আরো আঁকড়ে ধরতে চায় অচেনা। নার্সিং ছেড়ে ঘরকে আরো সুন্দর করে সাজাতে চায়। সন্তান সম্ভবা সে, কিন্তু সে সন্তানের জন্ম ইতিহাস রাখার প্রয়োজন বা সময় তার পিতার নেই।

বার বার দীপ্ত অচেনাকে হাসপাতালে আবার যোগ দিতে অনুরোধ করে। প্রতিবারই অচেনা তা প্রত্যাখ্যান করে। আর কেন সে প্রত্যাখ্যান করে, সে কথা যেন দীপ্ত বুঝতে চায় না, আর বোঝাতেও চায় না অচেনা। এমনই সময়ে একটা Brain Tumor অপারেশনে অচেনার সাহায্য দীপ্তর একান্তভাবে প্রয়োজন হয়। আকুলভাবে অচেনাকে আবেদন জানায় দীপ্ত, আর প্রতিশ্রুত হয়, এরপর অচেনা তাকে যা করতে বলবে, সে তাই করবে। স্বপ্নবিহ্বল চোখে অচেনা রাজি হয় নিজের দৈহিক অসুস্থতার কথা সম্পূর্ণ গোপন রেখে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দীপ্তকে ভীষণভাবে আশাহত করে অচেনা নিজেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে। জীবনের ওপর চরম বিশ্বাস রাখে যে আদর্শবাদী ডাক্তার, তারই হাতে যখন রোগী মারা যায়, তখন সমস্ত পৃথিবীটাই যেন তার কাছে অন্ধকার হয়ে যায়। আজ অচেনাকেই তার সবচেয়ে প্রয়োজনহীন বলে মনে হয়। স্পষ্টই সে তাকে জানায়—গৃহলক্ষ্মী করে সাজিয়ে রাখবার জন্যে সে অচেনাকে বিয়ে করেনি—সে ভালবেসেছিল নার্স অচেনাকে, তাকে বিয়ে করেছিল তার অপারেশন টেবিলের পাশে চিরকাল বেঁধে রাখবার জন্যে।

চরম আঘাত করে দীপ্ত অচেনাকে। আবার সন্তান সম্ভবা জেনে পরমুহূর্ত্তেই সে ছুটে আসে অচেনার কাছে—ক্ষমা চায়। কিন্তু যা ছিঁড়ে গেছে, তাকে আর জোড়া লাগাতে চায় না অচেনা। সূর্য্যালোক স্পর্শে তার দেহে তখন নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। তাকে বাঁচতে হলে যে এই সূর্য্যশিখার কাছ থেকে অচেনাকে দূরে সরে যেতে হবে। দীপ্তর জীবন থেকে আবার হারিয়ে যায় অচেনা বিস্মৃতির অন্ধকারে। ... ...

স্তব্ধ হয়ে শোনে পঙ্কজ ডাঃ রায়ের জীবনের করুণ অধ্যায়।

তারপর একদিন আসে সেই পরম লগ্ন... ... ...

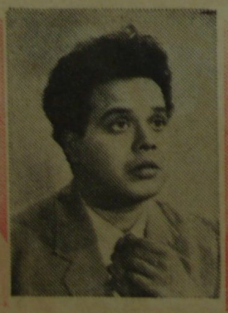

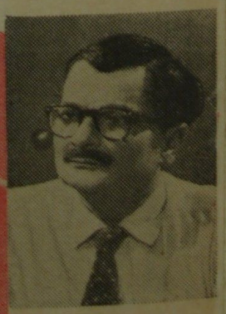

[১]

আশার সূর্য্য লাল হ'ল, আজ লাল হ'ল
মনাবতার দ্বার খোল, আজ দ্বার খোল ॥
কৃষ্ণচূড়ায় রঙীন আমার এই ভোরে
পরের ব্যথা কে নেবেগো আপন করে ;
কাঁটার মুখে ব্যথার কুঁড়ি জাগিয়ে তোল
রাঙিয়ে তোল,
মনাবতার দ্বার খোল, আজ দ্বার খোল ॥

কার মমতা মরুর বুকে মেঘ আনে,
বুকের মধু বিলিয়ে দিতে কে জানে।
তার সাধনা সুধায় ভরে কে দিবি,
পরশ রতন হিয়ায় তুলে কে নিবি ;
তার স্বপনের বিশ্বলোকে আপনারে আজ
আপনি ভোল,
মানবতার দ্বার খোল, আজ দ্বার খোল ॥

[২]

আমি প্রিয়ারে পেয়েছি কাছে
পরশমণিরে বেঁধেছি বুকের মাঝে
আমার রাতের মাধুরী মনের মাধুরী যাচে
তারে পেয়েছি বুকের কাছে।
নিরালা বনের মালতী গন্ধ
আমার প্রিয়ার কেশে
স্বপনে কি তার রূপালী চাঁদের
জোছনা মেশে।
প্রিয়ার পরাণে পিয়াল বনরে
পুলক নিচোল নাচে,
পরশমণিরে বেঁধেছি বুকের মাঝে
আমি প্রিয়ারে পেয়েছি কাছে।

প্রিয়ার অধর রাঙা গোলাপের মত
বাসনার দল খোলে
নয়নে কি তার মুকুতা-মুকুল দোলে
দেহের দেউলে আমার প্রিয়ার
পরশ দিয়ালি জ্বালা
তাই কি আকাশ আবেশে দোলায়
তারার মালা
প্রাণের বীণাটি আমার প্রিয়ার
আমারই হিয়ায় বাজে
পরশমণিরে বেঁধেছি বুকের মাঝে
তারে পেয়েছি বুকের কাছে।

[৩]

কেন গোধূলির মেঘে জড়ানো
জড়ানো আলোর সোনা
তুমি জাননা—তুমি জাননা—তুমি জাননা
কেন মধুর ব্যথায় এ মধু-মাধবী আন্‌মনা
তুমি জাননা।
আকাশের সনে খেলিতে প্রাণের হোলি
শাখায় দুলিছে রাঙা সে পলাশ কলি
কেন মোর গান সুরে সুরে আঁকে
স্বপনের ঐ আলপনা
তুমি জাননা ॥
আশাতৃণ দিয়ে বাঁধিতে, বাঁধিতে সুখের নীড়
কেন সাধ জাগে বনের বিহঙ্গীর,
আবেশে আমার বাজে রাখালের বেণু
ধূলার আবির উড়ায় গোখুর রেণু
কেন উর্ম্মিল সরসীর নীলে আমার মধুর কামনা
তুমি জাননা ॥।

ডি·আর·প্রোডাকসন্সের
বর্ণালী
পরিচালনা· অজয় কর
কাহিনী·সুবোধ ঘোষ·সঙ্গীত·কালীপদ সেন
রূপায়ণে· শর্মিলা · সৌমিত্র ·কমল
পাহাড়ী·এন·বিশ্বনাথন·গীতালী
চণ্ডীমাতা ফিল্মস পরিবেশিত